27 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

আজকের কাগজ

৪।

মুক্তাগাছার ভুয়া শিক্ষককে বাঁচাতে বাজিতপুর শিক্ষা অফিসের কারিশ্মা ॥ ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা

সিরাজুল হক সুরুজ ঃ মুক্তাগাছা আমির উদ্দিন পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক দম্পতি'র বিরুদ্ধে ভুয়া নিয়োগ ও জাল সার্টিফিকেটের তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সাময়িক বরখাস্ত ও দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলা হয়েছে। সূত্র মতে, শিক্ষক আতিকুর রহমানের নিয়োগ ৪-৪-১৯৭৫ সালে বাজিতপুর থানার বসন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অফিসিয়াল কাগজ দৃষ্টে যার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। মুক্তাগাছা থানা শিক্ষা অফিস কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি বরাবরে উক্ত শিক্ষক দম্পতি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানায়, শিক্ষক আতিকুর রহমান কৌশলে বাঁচার জন্যে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে সম্প্রতি বাজিতপুর থানা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছ থেকে একটি হ-য-ব-র-ল কাগজ যোগাড় করে দাখিল করেছেন। গত ২৮-৯-৯৫ তারিখে ৭১৪ নং স্মারক মূলে দাখিলকৃত কাগজে নিয়োগ দেখানো হয়েছে ১৯৭৬ সালের জুন মাসে উক্ত থানার কৈলাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তবে উক্ত শিক্ষা কর্মকর্তা সঠিক প্রমাণপত্র দিতে না পারলেও দিয়েছেন স্থানীয় রিপোর্টের ভিত্তিতে। শিক্ষক আতিকুর রহমানের বসন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভুয়া নিয়োগপত্র দেখা যায় পিতার নাম উল্লেখ নেই। সার্ভিস বইতে পিতার নাম মোঃ আব্দুল মজিদ। সরকারি চাকরিতে বহাল থেকে বিনা অনুমতিতে মধুপুর কলেজে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষার কাগজপত্রে পিতার নাম আলহাজ্ব আব্দুল মজিদ এবং ইদানিং সংগৃহীত কাগজে হাজী আব্দুল মজিদ মণ্ডল উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ঐ সময় তার পিতা হজ্বে গমন করেননি। এতেই প্রমাণ হয় বাজিতপুর শিক্ষা অফিসের কারিশ্মার নমুনা। অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, দুর্নীতি দমন বিভাগের তদন্তকারী কর্মকর্তা ইউনুছ আলী দাখিলকৃত উক্ত কাগজকে সম্বল করে মামলাটি থানায় না দিয়ে ধামাচাপা দেয়ার পাঁয়তারায় লিপ্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন।